দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 NOV 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

204

# চিঠিপত্র

( মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয় )

## সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন

গত ২২-১০-৮৭ইং তারিখে 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত সন্দীপন ভট্টাচার্যের চিঠির বক্তব্যের বাস্তবায়নে অনেক আগে উদ্যোগ নেয়া উচিত ছিল। গতস্য সূচনা নাস্তি। শহীদ দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসের সাথে বাঙ্গালী জাতির যে বীরত্বপূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল অবদান ও গুরুত্ব রয়েছে তা মহান দিবসগুলোর উদযাপনের ভেতর দিয়ে নতুন প্রজন্মকে অবগত করানো হয়ে থাকে। আগামী দিনের সকল অত্যাচার শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে নবাগতদের শপথ বাক্য পাঠ করার সুযোগ এনে দেয় এ মহান দিবস গুলো, পূর্বের মুক্তি আন্দোলনের দেশপ্রেমিক শহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরাও তাদের আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার মান সমুন্নত রাখতে হই দৃঢ় অঙ্গিকারাবদ্ধ। অথচ সর্বস্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রক্তে রাঙানো, আনন্দে প্লাবিত মহান শহীদ দিবস (২১শে ফেব্রুয়ারী), স্বাধীনতা দিবস (২৬শে মার্চ), বিজয় দিবস (১৬ই ডিসেম্বর) উদযাপন ও শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শহীদ মিনার গড়ে না উঠায় এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী যারা আগামী দিনের দেশের সকল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে তারা স্বাধীনতার মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু তাই নয় স্বাধীনতার ষোল বছর পরেও দিবসগুলোর ঐতিহ্যগত তাৎপর্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য সম্বলিত পুস্তক পুস্তিকা উত্তর সুরীদের জ্ঞানদানের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। যদিও এর ছিটেফোটা তথ্য নিম্নস্তরে প্রবন্ধাকারে কোন ক্লাসের পাঠ্যসূচীতে ছড়িয়ে আছে তা মহান দিবসগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধিতে উত্তরসূরীদের জন্য যথেষ্ট নয়। অথচ জাতির অতীত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বীরত্বগাথার পরিবর্তে আজগুবি কিসসা কাহিনীর বই ঠিকই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেখেশুনে মনে হয় অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে আমরা অতীত আন্দোলনের মাহাত্ম্য উপলব্ধি থেকে আমাদের বংশধরদের বঞ্চিত করছি। শহীদের আত্মত্যাগের প্রতি আমরা যদি প্রকৃতই শ্রদ্ধাশীল হই তবে নতুন দিনের নতুন বিপ্লবী তরুণ-তরুণীদের পূর্বসূরিদের অবদান সম্পর্কে অজ্ঞ রাখার কোন অধিকার আগাদের নেই। তাই অতিসত্বর বীর বাঙ্গালীর বীরত্বপূর্ণ দিনগুলো তথা মহান শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসগুলোর তাৎপর্য সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার তৈরী ও দিবসগুলো উদযাপনের পাশাপাশি বাধ্যতামূলক করা হোক। অন্যথায় মহান দিবসগুলোর প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত করার পরিণামের পূর্বলক্ষণ স্বাধীনতা বিরোধী ফ্যাসিষ্ট গোষ্ঠীর জাতীয় পতাকা পুড়ানো, শহীদ মিনার ভাংগা, ভাস্কর্য ভাংগা, গণতন্ত্র স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীল ছাত্র, কর্মী, শিক্ষক ও নেতৃবৃন্দকে বর্বরোচিত হামলার ভেতর দিয়ে নগ্নভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। তাই স্বাধীনতার প্রতি সামান্যতম দরদ থাকলে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয়গুলোর বাধ্যতামূলক করা সমস্যাই নয়। আমি এই দাবীগুলোর আশু বাস্তবায়ন কামনা করছি।

রিয়াজ রাহমান, অর্থনীতি বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।